দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 JUL 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ছাত্র সংসদের কার্যক্রম স্থগিত

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস, হোস্টেল ও হাসপাতাল ক্যাম্পাসে কর্তৃপক্ষ রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ছাত্র সংসদের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত মেডিকেল কলেজে সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) একাডেমিক কাউন্সিল ছাত্র রাজনীতি (১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা মেডিকেল কলেজে

(১ম পৃঃ পর)

বন্ধের এই সিদ্ধান্ত নেয়। গতকাল মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ এম এ হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সকল অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বলা হয়, গত কয়েকদিন ধরিয়া কলেজ ক্যাম্পাসে ও হোস্টেলে ছাত্রদের সংঘর্ষ অব্যাহত রহিয়াছে। গত বুধবার সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সংঘর্ষের সময় সিনিয়র অধ্যাপকগণ ছাত্রদের প্রতি সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য বারংবার আবেদন জানাইলেও তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে কলেজে লেখাপড়ার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে। সরকার মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের এমবিবিএস পাস করা অর্থাৎ ডাক্তার হওয়া পর্যন্ত অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। মেডিকেল কলেজে সাধারণত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে এই ধরনের অস্থিরতা চলিতে থাকিলে তাহারা সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সভায় বক্তরা মেডিকেল কলেজে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বাহিরে কোন সংগঠন ক্যাম্পাসে রাজনীতি কার্যক্রম চালাইলে তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্তে উল্লে করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি তৌহিদুল ইসলাম জন ও সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান খান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্র সংসদের ভিপি-জিএস একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য। তাহাদের বাদ দিয়া ছাত্র বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিল নিতে পারে না। তাহারা অবিলম্বে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবী জানান। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার আহ্বায়ক রিদওয়ানুল ইসলাম গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্র সংসদের সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের পরিণাম ভাল হইবে না। তিনি কলেজ ও হোস্টেল ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।